গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
বুধবার দিবাগত রাতের ভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক টিম উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে এইসব আসামি গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদে খবর পেয়ে গাংনী থানার পৃথক টিম বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৬ আসামি গ্রেফতার করেছেন।
আসামিদের মধ্যে নিয়মিত মামলার ৪ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ জন।
আজ বৃহস্পতিবার (১৩ জুলাই) সকাল ১০ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর আদালত থেকে কোর্ট হাজতে নেওয়ার পথে আসামির পলায়ন

মেহেরপুরে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রাঙ্গণ থেকে কোর্ট হাজতে নেওয়ার পথে সাকিব (২২) নামের এক বিচারাধীন আসামির পালিয়ে যাওয়ার পর তাকে ধরে এনে পুলিশে সোপর্দ করেছে পরিবার। সাকিব মেহেরপুর পৌর এলাকার নতুন পাড়ার আনারুল ইসলামের ছেলে। কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন দাস এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

৯ জুলাই দিবাগত রাতে জেলা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে চুরি ও মাদকের মামলায় বিভিন্ন আসামিকে আটক করা হয়। আটককৃতদের আজ ১০ জুলাই সোমবার মেহেরপুর জেলা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতে উঠানো হলে বিচারক মো: তরিকুল ইসলাম তাদেরকে জেল হাজতে প্রেরণ নির্দেশ দেন। কাঠগড়া থেকে কোর্ট হাজতে নেওয়ার পথে নয়জন পুলিশ সদস্যের চোখ ফাকি দিয়ে আসামি সাকিব হ্যান্ডকাফ খুলে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়।

পুলিশের পক্ষ থেকে আসামি সাকিবের পরিবারের উপর চাপ প্রয়োগ করা হলে পলায়নের ৬ ঘন্টা পরে রাত সোয়া আটটার সময় আসামি সাকিব কে নিয়ে তার বড় ভাই রাকিব কোর্ট হাজতে উপস্থিত হন। আসামি সাকিবকে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শকের কাছে সোপর্দ করে।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার রাফিউল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,’ আসামি পালিয়ে গেছিলো ঘটনাটি সত্য, তবে তাকে পাওয়া গেছে, এখন কাস্টডিতে আছে।

বর্ষা , নুসরাত, বিপাশা কারাগারে

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশা জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলায় আসামি বিপাশার পক্ষে আইনজীবী আলমগীর হোসেন বলেন, আসামীর জামিন আদেশ বৃদ্ধির আবেদন করি। বিজ্ঞ আদালত জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

অপর আসামি নুসরাত ও বর্ষার পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে গত ২১ জুন একই আদালত এই আসামিদের ৬ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছিলেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, নুসরাত, বর্ষা রহমান, বিপাশা খাতুন, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার -৫

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২, সিআর মামলায় ১ জন এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ২ আসামি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের জরুরী বিভাগ থেকে এই নিউজের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম বুধবার দিবাগত রাতে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার -৩

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ২ আসামি ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ আসামি রয়েছে।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত আজ রবিবার ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার

বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের (২ জুলাই) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৯ আসামি

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৩ ও সিআর মামলার ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে পেন্ডিং মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ জন আসামি রয়েছে।
রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক টিম আজ সোমবার (২৬ জুন) সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ সোমবার (২৬ জুন) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ফেনসিডিলসহ যুবক আটক

৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ সাগর (২২) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আটক সাগর মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের শাকের আলীর ছেলে।

রবিবার (২৫ জুন) দিবাগত রাতে ডিবি পুলিশের একটি টিম তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাগরকে আটক করে। এসময় তার কাছ থেকে ৩০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান গোপন সংবাদের ভিত্ত্বিতে ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে ফেনসিডিলসহ আটক করে।

এঘটনায় মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দিয়ে আসামি সাগরকে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে সোয়া ৭ কেজি গাঁজাসহ এক ব্যক্তি আটক

সোয়া ৭ কেজি গাঁজাসহ মোঃ মারফত মন্ডল(৪০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) একটি টিম।

আটক মো: মারফত মন্ডল গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠপাড়া এলাকার মৃত এমাজ উদ্দীনের ছেলে।
র্যাব-১২, সিপিসি-মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ গোলাম ফারুক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ রবিবার (২৫ জুন) সকাল ১০ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিপিসি-মেহেরপুর, ক্যাম্পের একটি দল গাংনী পৌরসভার ০৬ নং ওয়ার্ড ঈদগাহপাড়া কাঁচাবাজার সংলগ্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ তাকে আটক করেন। এ সময় তার কাছ থেকে মাদক-ক্রয় বিক্রির কাজে ব্যবহৃত ১টি ব্যাটারী চালিত ভ্যান, চপ২’.১টি মোবাইল ফোন এবং নগদ এক হাজার ছয়’শ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আসামিকে গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৩

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ২ আসামি ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে মারামারি মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময় পুলিশের পৃথক অভিযানে এই আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে অংশ নেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৫ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ জন আসামি গ্রেফতার করেছে।

এদের মধ্যে মাদক মামলায় ১ নারীকে, চুরির মামলায় ১ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর ও সিআর মামলায় ৩ আসামি রয়েছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতভর জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম আজ বুধবার (১৪ জুন) ভোররাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সংশ্লিষ্ট থানাগুলো এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম এই অভিযানে অংশ নেন।
আজ বুধবার (১৪ জুন) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত অসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।